সমকাল

তারিখ: 24 APR ২০১৬
পৃষ্ঠা: ৯ কলাম: ৩

সরকারি স্কুল শিক্ষকদের দুর্ভোগ

মো. আশরাফুল ইসলাম

বাংলাদেশে সরকারি চাকরি খুব কমই পাওয়া যাবে, যেখানে একই পদে প্রবেশ করে একই পদে অবসরে যায়। কিন্তু সরকারি হাই স্কুলে এটা আছে। যেখানে জন্ম সহকারী শিক্ষক, মৃত্যুও সহকারী শিক্ষক হিসেবে। প্রমোশনের হার এখানে এতই কম যে, খুব কম জনের ভাগ্যেই তা জোটে। সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসারের ৪-৫শ' পদ শূন্য, কিন্তু প্রমোশন নেই। অথচ প্রশাসনে কোনো পদ শূন্য নেই তবুও প্রমোশন। এখানে ১ স্তর, ২ স্তর, ৩ স্তর– এভাবে ধাপে ধাপে প্রমোশন দেওয়া হয়। পুলিশে কনস্টেবল পদে প্রবেশ করে যোগ্যতা সাপেক্ষে এএসপি হিসেবে অবসর। সমবায়, ফুডে ইন্সপেক্টর পদে প্রবেশ করে জেলা কর্মকর্তা হিসেবে অবসর। এ রকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়। এখানে সপ্তাহে ছুটি একদিন, অন্য ডিপার্টমেন্টে দু'দিন। বিভিন্ন দিবসে আমাদের ও ছাত্রদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অথচ অন্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা (কিছু ব্যতিক্রম বাদে, যেমন পুলিশ) দিব্যি আরামে ছুটি কাটান। অথচ এটা ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট। কর্মচারীদের হাজারো পদ শূন্য, কিন্তু নিয়োগ নেই। অনেক জায়গায় ১০-১২ জন কর্মচারীর সবাই চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কোনো কথাই শুনতে চায় না। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত। প্রাইমারি সেকশন থাকায় যখন তখন এটিওরা বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে ডেকে ট্রেনিং দেন (যদিও তারা, আমরা একই

পদমর্যাদার)। বড় জেলা এবং বিভাগীয় স্কুলগুলো ছাড়া ছোট জেলা-উপজেলার স্কুলগুলোতে প্রায় অর্ধেক পদ শূন্য।

একজন শিক্ষককে প্রতিদিন প্রায় ৬টা ক্লাস নিতে হয়। অনেক ডাবল শিফট্ স্কুলে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নেই। সমাবেশ, খেলাধুলা, স্কাউটস, বিএনসিসি, রেড ক্রিসেন্টসহ বিপিএড শিক্ষকের যাবতীয় কাজ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের ওপর চাপানো হয়, যেটা প্রায় অনুরোধে ঢেঁকি গেলার অবস্থা। শিক্ষা প্রশাসনের সমস্ত বড় পদ শিক্ষা ক্যাডার ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা দখল করে আছেন। সরাসরি নিয়োগকৃত সহকারী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষা অফিসাররা দীর্ঘ ২০-২৫ বছর একই পদে থেকে অবসরে যাচ্ছেন। অথচ সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক, পরিচালক হওয়ার মতো সম্পূর্ণ যোগ্যতা তাদের আছে। শিক্ষার বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় শিক্ষা-প্রশাসন ক্যাডার থেকে। শোষণ আর নিষ্পেষণে অসহায়ের মতো বুকে পাথর বেঁধে দিন কাটান সহকারী শিক্ষকরা। নিজেদের অধিকারের একটু কথা বলার চেষ্টা করলেই পানিশমেন্ট– বদলি। এভাবে কোনো ডিপার্টমেন্ট চলতে পারে না। সরকারি হাই স্কুলগুলোতে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। লাখ লাখ প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়াই করে সরকারি হাই স্কুলে চাকরি নিতে হয়। বর্তমানে নিয়োগে প্রত্যেকের অনার্স-মাস্টার্সসহ বিএড, এমএড আছে (কিছু ব্যতিক্রম বাদে)। তাহলে কেন তাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে না? এভাবে একটা গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে, উপেক্ষা করে কোনো ভিশনই অর্জন করা সম্ভব নয়।

● শিক্ষক, চুয়াডাঙ্গা